দ্বীন কায়েম করা কি ফরজ? || মাওলানা মোজাম্মেল হক বরিশাল ।

অনেক গুলি ফরজ আমরা আদায় করতে পারছি না। আমি সরাসরি কুরআন থেকে আপনাদের বলছি:

কুরআনে আল্লাহ বলেন:

أَنْ أَقِيمُواْ ٱلدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُواْ فِيهِ

- *তোমরা দ্বীন কায়েম করো, এই দ্বীন কায়েমের বেপারে তোমরা মতভেদ করো না। (৪২:৭)*

তোমাদের মধ্যে মতভেদ থাকতেই পারে কিন্তু দ্বীন কায়েমের ব্যাপারে মতভেদ করো না।

মতভেদ এটা মানুষের জন্মগত স্বভাব। একই শিক্ষক একই ক্লাসে একই বই পড়ে। এবং ওই একই বই থেকে একই প্রশ্ন আসে, ক্লাসের ১০০টি ছাত্র উত্তর দেয় ১০০ রকম।

তারমানে মানুষ কখনোই একই স্বভাবের না। এইজন্য মানুষের মধ্যে মতভেদ থাকবে। কিন্তু আল্লাহ বলেছেন, তোমাদের মতভেদ তোমাদের থাকুক কিন্তু দ্বীন-কায়েমের ব্যাপারে তোমরা মতভেদ করো না।

এখন এই দ্বীন-কায়েমের বিষয়টা কুরআনে আল্লাহ কতটুকু গুরুত্ব দিয়েছেন সেটা আপনাদেরকে বলার চেষ্টা করবো।

আমরা এইসব কথাগুলি বলতে পারি নি দীর্ঘ এই ১৪-১৫-১৬ বছর পর্যন্ত। জেলে গেছি, এখন এই জেলের ছেপাই বলে যে, হুজুর! বেশি কথা না বলে যদি অল্প কথা বলেন নইলে মোটেও বলতে পারবেন না। তার চাইতে অল্প কথা বলা ভালো না?

আমি বললাম যে, সেপাই, খুব ভালো কথা বলছো। যে মোটেও বলতে পারবেন না, তার চাইতে অল্প বলা ভালো না?

তো আমার মোতে দেশের সমস্ত উলামা রা খুবই ভীতসন্ত্রস্ত ছিলেন। কেউ জেলে ছিলেন, কেউ জেলের বাইরে থাকলেও পলায়ন অবস্থায় রয়েছেন। তো আল্লাহ তায়ালা জালেমদের উপর গোস্‌সা হয়েছেন, জালেমদের অন্তরে ভীতি সৃষ্টি করেছেন, জালেমরা পালাতে বাধ্য হয়েছে, এখন আল্লাহ তায়ালা আপনাদেরকেও একটা কাজ করার সুযোগ দিয়েছে, আমাদেরকেও দুইটা কথা বলার সুযোগ আল্লাহ দিয়েছেন।

কুরআনে আল্লাহ বলছে, আকিমউদ্দিন ও আকিমুস সালাহ একই শব্দ।

- আকিমুস সালাহ- সালাত কায়েম করো।
- আকিমউদ্দিন- আল্লাহর দ্বীন কায়েম করো।

এটা আমি একটু ব্যাখ্যা করলে বুঝবেন।

এখন, নামাজ যদি কেউ কায়েম না করে, আপনারা তাকে কি মুসলমান বলবেন। আমাদের বরিশালে একটা খারাপ কথা আছে, এই অঞ্চলে আছে কিনা জানি না, আমাদের বরিশালে বলে যে, যারা নামাজ পরে না, বেনামাযী, তারা কুকুরের চেয়ে অধম। মানে একটা কুকুরকে বেনামাযীর থালে খাবার দেওয়া হয়েছিল, কুকুর খায়নি। এইজন্য মানুষ বলে যে বেনামাযী কুকুরের চেয়ে খারাপ।

এখন, আকিমুস সালাহ- আল্লাহ বলছেন যে নামাজ কায়েম করো। সে নামাজ কায়েম না করলে যদি মানুষ কুকুরের চেয়ে খারাপ হয়ে, আকিমউদ্দিন-একই শব্দ- আল্লাহ বলছেন যে দ্বীন কায়েম করো। তো দ্বীন কায়েম যারা করে না তারা কি?

এখন এই দ্বীন কায়েমের বিষয়টা, এই ব্যাপারটায় কিন্তু আমরা আলেম-উলামারা এতদিনে একমত ছিলাম না। দেখেন, হাফেজি হুজুর, ঢাকার বড় মুয়াজ্জিন, বড় আলেম ছিলেন। উনি একদিন তওবার ডাক দিলেন, যে আমরা তওবা করবো যে আমরা এতদিন বলছি রাজনীতি করতে হয় না, এখন আমরা তওবা করবো যে রাজনীতি করতে হয়, দ্বীন কায়েম করতে হয়। এরপর তিনি নিজে বটগাছ মার্কায়, উনি প্রেসিডেন্ট পদে উনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন প্রেসিডেন্ট ইলেকশনে।

এবং উনি এটা বলে গিয়েছেন, তখন এই আলেমদের যে গ্রুপগুলি দ্বীন কায়েমের পক্ষে ছিল না, তারা অন্তত এখন দ্বীন কায়েমের পক্ষে আছে। কম হোক, বেশি হোক, সক্রিয় হোক বা নিষ্ক্রিয় হোক তারা এখন দ্বীন কায়েমের পক্ষে এখন কাজ করছে।

এখন আমি আপনাদের কে বলতে চাই যে আপনাদেরকে শুনার মতো বা করার মতো আল্লাহ সুযোগ দিয়েছেন। আমাদেরকেও আল্লাহ বলার মতো সুযোগ দিয়েছেন। দেশ এবার নতুন ভাবে স্বাধীন হয়েছে, দ্বীন কায়েমের জন্য আপনারা আপনাদের চেষ্টা তা করতে পারেন। দ্বীন কায়েম হবে কি হবে না সেটা আল্লাহ তায়ালাই জানেন।

কিন্তু আল্লাহ আমাদের কাছে চাচ্ছেন চেষ্টা। কোন মানুষকে আল্লাহ তায়ালা তার সাধ্যের বাহিরে বোঝা চাপায় না। দ্বীন কায়েমের পূর্ব শর্ত হলো রাষ্ট্র সৃষ্টি করা। এটা আপনি রাসূল (সাঃ) জীবন হেকে দেখেন।

আল্লাহ রাসূল (সাঃ) মক্কাতে নবুয়াত লাভ করেছেন ৪০ বছর বয়সে। ১৩ বছর পর্যন্ত তিনি মক্কায় ছিলেন। এই ১৩ বছরে সাহাবায়ে কেরাম রা বহুবার বলেছেন, যা রাসূলুল্লাহ! কাফেরদের এত নির্যাতন আর সহ্য হয় না। আদেশ দেন আমরা যুদ্ধ করি।

আল্লাহর রাসূল (সা:) বলেন, আল্লাহর পক্ষ থেকে আমি অনুমতি পাই নি।

তাফসীরে বলা আছে যে সাহাবীরা অন্তত ৭০ বার রাসূলের কাছে অনুমতি চেয়েছেন, যা রাসূলুল্লাহ! অনুমতি দেন আমরা জিহাদ করবো।

কিন্তু আল্লাহর রসূল (সাঃ) বললেন, আমি আল্লার পক্ষ থেকে অনুমতি পাই নি।

আর পরে আল্লাহর রসূল (সাঃ) ১৩ বছর পর মদিনায় হিজরত করলেন, হিজরত করার ৬ মাস পরে সূরা হজ এর আয়াত নাজিল হলো, যে আয়াতে জিহাদের অনুমতি পাওয়া গেলো।

যাদের উপরে জুলুম করা হচ্ছে তাদেরকেও যুদ্ধ করার জন্য আল্লাহ অনুমতি দান করেছেন।

এই যুদ্ধের অনুমতি পাওয়া গেলো হিজরতের ৬ মাস পরে। হিজরতের ১৮ মাস পরে যুদ্ধ-জিহাদ এটা আল্লাহ ফরজ করে দিলেন। তোমাদের যুদ্ধ করা ফরজ।

এই ১৮ মাস পরে যুদ্ধ ফরজ হয় এবং বদরের যুদ্ধ আল্লাহর রাসূল (সাঃ) করেন এবং সেখানে আল্লাহ তায়ালা দ্বীন কায়েমের জন্য যে ব্যবস্থা, ফেরেস্তা নাজিল করে আল্লাহ মুসলমানদের কে সাহায্য করেছেন। আল্লাহ যদি বদরের দিন ফেরেস্তা নাজিল না করতেন, তো মুসলমানরা কোনদিন ওদের সাথে জিততে পারতো না। তো আমি এখন কোন ডিটেল কেসে আপনাদের বলতে পারবো না শুধু আপনাদেরকে মৌলিক বিষয়টা বলার চেষ্টা করবো। তাহলে এখন দেখেন, যে এই দ্বীন মানে আইন কানূন। এই আইন কানূন সম্পর্কে আপনাদেরকে বলছি একটু: যেহেতু দ্বীন কায়েম করার আগে আমাদের একটা কাজ করতে হবে, সেটা হলো রাষ্ট্র কায়েম করতে হবে। তবে দ্বীন কায়েম করার চেষ্টা যদি আপনারা না করেন তবে মানুষগুলি ঢিলাঢালা হয়ে যাবে, মানুষ গুলি বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। এইজন্য চেষ্টা আপনাদেরকে চালিয়ে রাখতে হবে। কাজটা গতিশীল রাখতে হবে। দ্বীন কায়েম করার জন্য পূর্বশর্ত হলো রাষ্ট্র কায়েম করা।

আল্লাহর রাসূল (সাঃ) যখন মদিনায় রাষ্ট্র কায়েম করলেন, তখন আল্লাহ তায়ালা তাকে দ্বীন কায়েম করার জন্য আদেশ দিলেন। তার কারণ রাষ্ট্রীয় শক্তি যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি মালিক না হবেন, আপনি দ্বীন কায়েম করতে পারবেন না।

দ্বীন কায়েম করা বড় কঠিন কাজ। রাষ্ট্রীয় শক্তি লাগবে।

আল্লাহর রাসূল (সাঃ) বিদায়ের সময় যখন হিজরত করছিলেন, আল্লাহর রাসূল (সাঃ) তখন সূরা বনি ইসরাইলের আয়াত নাজিল হয়েছিল।

সুলতান মানে রাজত্ব, সুলতান মানে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা। এমন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা তাকে দান করেন যে হবে সাহায্যকারী।

এখানে অনেক আলেম-উলামা আছে। সুলতান মানে রাজত্ব। আমাকে রাজত্ব, রাষ্টীয় ক্ষমতা দান করেন যে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা আমাকে সাহায্য করবে। কিসে? দ্বীন কায়েমে আমাকে সাহায্য করবে।

এভাবে আল্লাহর রাসূল (সাঃ) হিজরতের সময় তার উপর নাজিল হয়েছে এবং এই আয়াত তিনি তিলাওয়াত করেছেন। তো এখন আমরা এই সুযোগটা আল্লাহ আমাদের কে

দিয়েছেন, যদি এই দ্বীন কায়েম আমরা না করতে না পারি তাহলে আমরা কতগুলি ফরজ করতে পারছি সেটা আপনারা দেখেন।

শুনেন, আমরা যেটা বলতে চাচ্ছি যে আমাদেরকে বলতে দেন। আপনারা যেটা চাচ্ছেন সেটা বলার আপনারা বহু আলেম পাবেন। কিন্তু আমরা যেটা বলতে চাই এটার জন্য আপনারা নাও পেতে পারেন। এজন্য আমাদের কথাটা আমাদেরকে বলতে দেন। এটা সবচেয়ে বেশি জরুরি।

শুনেন, দ্বীন কায়েম না করতে পারলে আমাদের ক্ষতিটা কি? ক্ষতি হচ্ছে আমরা অনেকগুলি ফরজ পালন করতে পারছি না। কুরআন পাকে আল্লাহ বলেন:

তোমাদের উপর রোজা ফরজ করে হয়েছে।

আমরা সবাই রোজা রাখি না? যে রোজা রাখে না তাকে কি আপনারা মুসলমান মনে করেন? না

আল্লাহ বলেন: তোমাদের উপর রোজা ফরজ করা হয়েছে।

ঠিক ওই শব্দ দ্বারা আল্লাহ বলেন: তোমাদের উপর যুদ্ধ ফরজ করা হয়েছে।

যেভাবে রোজা পালন করা ফরজ সেভাবে আপনাকে যুদ্ধ করা ফরজ।

আল্লাহ আবার বলেন: তোমাদের উপরে খুনের বিচার প্রতিষ্টা করা ফরজ করা হয়েছে। খুনের বিচার সমাজে প্রতিষ্টা করো।

সমাজে নুনের দরে খুন হচ্ছে। এখন "খুতিবা" দ্বারা তিনটি ফরজ :

- তোমাদের উপর রোজা ফরজ করা হয়েছে।
- তোমাদের উপর লড়াই করা ফরজ করা হয়েছে।
- তোমাদের উপর খুনের বিচার ফরজ করা হয়েছে।

খুন যদি হয় তো এর বিচার তা সমাজের সবাই এটার সাহায্য করতে হবে, সাক্ষী দিতে হবে। আসামি ধরে দিতে হবে সবাইকে। পালালে হবে না।

খুনের বিচার তা কি তা আপনারা জানেন। খুনের বিচার কি? আল্লাহর যে দ্বীন, আমরা মুসলমান। আমাদের জন্য যে শরীয়াতের বিধান।

এই বিধান তা হলো দ্বীন ইসলাম। এটার নাম সিরাতুল মুস্তাকিন।

আর আমরা এখন পৃথিবীতে যেটা পালন করছি, এটা মুসলমানদের দ্বীন না। এটা হলো খ্রিস্টান দের মতবাদ। ১৮৬০ সোনে পাক-ভারত উপমহাদেশে মুসলমানদের যে কাজী পদ ছিল এই কাজী পদ বিলুপ্ত করে সেখানে তারা ফৌজদারি আদালত আইন প্রবর্তন করেছে। ১৮৬০ সনে।

আর আমাদের যে বিধান শরীয়তে এটার নাম হলো দ্বীন। এবং এটার অধীনে বিশেষ্য কিরকম?

- হুদুদ
- কিসাস
- ও তাজির।

বিচার টা ৩ ভাবে বিভক্ত।

হুদুদ হলো আল্লাহবাদী কেস।

- **এই হুদুদ কেস হলো ৫ টা ধারা:** চুরি, ডাকাতি, জেনা, জেনার অপরাধ, শরাব পান করা।

এই ৫ টা হচ্ছে আল্লাহবাদী কেস। এর বিচারের নাম হুদুদ। এর বাদী আল্লাহ। এই কেসের যে বিচার তা পুরোপুরি প্রয়োগ করতে হবে। কোন রাষ্ট্রপতি, কোন রাষ্ট্র প্রধান কেউ এটাকে ক্ষমা করতে পারবে না। এটা আল্লাহবাদী কেস।

- এরপরে মারামারি, কাটাকাটি- এগুলো হলো কিসাস।
- এরপর জেনারেল অপরাধ যেগুলো আছে- এগুলো বিচারের নাম হলো তাজির।

তো ইসলামে বিচারের নাম হচ্ছে হুদুদ, কিসাস, তাজির। আর এটাকে পাল্টায় ওরা আইন করছে কি, ফৌজদারি আদালত। আপনারা সবাই ফৌজদারি আদালত বুঝেন কিন্তু হুদুদ, কিসাস, তাজির কেউ বুঝেন? এটার জন্য আমরা আলেমরাও দায়ী।

দ্বীন কায়েম করতে হবে। দ্বীন কায়েম করতে হবে, দ্বীন কায়েম করতে নাও পারি, মানুষ কে তো বুঝতে হবে দ্বীন তা কি।

সম্মানিত সুধী, একটু কষ্ট করে কথাগুলো বুঝেন। তো এখন আপনাদের সামনে আল্লাহ্পাক হাজির করছেন, আমি আপনাদের অঞ্চলে বহু আসছি। এবার আসার সময় মনে মনে ভাবছিলাম, আমি যাদেরকে নিয়ে মাহফিল করছি তারা কি কেউ বেঁচে আছে? আমাকে কেউ চিনবে? এই যে আপনারা অল্প বয়সী তারা তো আমাকে দেখেননি। আজ থেকে ২০-৩০ বছর আগে আমি এইসব অঞ্চলে, সারা উত্তরবঙ্গে এমন কোন জায়গা নাই যে আমি তফসির করি নাই।

তো যাইহোক, অনেক ভাইদেরকে পেলাম যারা বললো যে, হা হুজুর, আমরা অমুক তমুক জায়গায় আপনার তাফসীর শুনছি।

তো এখন যে কথাটা সংক্ষেপে সেটা হলো এই, আমরা অন্তত ফরজ আর ওয়াজিব গুলো যদি আদায় করতে পারি, আর হারাম এবং মাকরুহ তাহরিমি

আমাদের আমল, যেটা আল্লাহ বলছেন: হে ঈমানদারগণ! তোমরা ঈমান আনো, আমল করো।

ঈমান এবং আমল এই দুইটি কাজ তোমাদের জন্য জান্নাত।

এখন আমলটা কি? আমল হচ্ছে ২টা জিনিস।

মানে কতগুলো জিনিস যা করতে হবে এবং কতগুলো জিনিস করতে হবে না। এই ২টা সাইড। আদেশ এবং নিষেধ এই ২টা দিক ই হলো আপনার আদেশ। আমল যেটা সেটা আপনি পালন করবেন আর নিষেধ যেটা সেটা থেকে দূরে থাকবেন। নেক আমল ২ তা কাজ : পালন করা এবং বিরত থাকা। একটা করবেন, আরেকটা করবেন।

একটা করবেন, আরেকটা করবেন না। করবেন কি: নামাজ, রোজা, হজ, জাকাত, দান, খয়রাত করবেন। করবেন না কি: চুরি, ডাকাতি, জেনা, অপবাদ, মিথ্যা, খুন এগুলা করবেন না।

এই ২ তা কাজ হলো আপনার নেক আমল। এই ২ টা কাজের জন্য আল্লাহ তায়ালা আপনাকে ২ তা জান্নাত দান করবেন। সূরা আর-রহমান ই আল্লাহ বলেছেন :

আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে হবে। এই কথাটাকে যারা ভয় করেছে তাদের জন্য ২ টা জান্নাত। করার জন্য একটা জান্নাত আর না করার জন্য আরেকটা জান্নাত।

পরিষ্কার কুরআনের আয়াত।

তো এখন আমাদের যে সমস্যা, যে আল্লাহর দ্বীন কায়েম না করতে পারলে, আমরা কতগুলো ফরজ পালন করতে পারছি না দেখেন। এই যে আপনারা এইটা জানেনই না যে, খুনের বিচার করা ফরজ।

এই খুনের বিচার কি তা কি আপনারা জানেন?

খুনের বিচার হলো যে একটা মানুষ, মুমিন কে যদি কেউ হত্যা করে, তাহলে যে ব্যাক্তি নিহত হয়েছে তার ওয়ারিশ হবে মামলার বাদী। ওয়ারিশরা মামলার বাদী হবে, ওয়ারিশগণ মামলার বাদী হওয়ার পরে, বিচারক কি করবে, *খুনের বদলে খুন যদি চায় তো এটা খুন এর বদলে খুন বিচার করবেন। আর যদি তারা বলে যে আমরা খুনের বিচার খুন চাই না, আমরা রক্তের মূল্য নিবো তাহলে বিচারক অর্ডার দিবেন তুমি রক্তের মূল্য পরিশোধ করো। রক্তের মূল্য কি? ১০০ গরু অথবা ১০০ উট অথবা ২০০০ মুরগি। ১০০ গরুর জরিমানা দিতে হবে তার মধ্যে ৪০ টা দিতে হবে গাভিন গরু। পেটে বাচ্চা আছে। ১০০ উট দিতে হবে, এই ১০০ উটের মধ্যে ৪০টা দিতে হবে গাভিন উট। ২০০০ বকরী, যে দেশে যেটা আছে। আমাদের দেশে তো এত বকরী নাই, আমাদের দেশে গরু পাওয়া যাবে। আরব দেশে উট।*

এখন আল্লাহ তায়ালা এই বিচার টা এভাবে রেখেছেন। এবং এইটা পরিশোধ করার জন্য তাকে সর্বোচ্চ ৩ বছর সময় দেওয়া হবে। এই হলো একটা খুনের বিচার। এইভাবে যদি খুনের বিচার সমাজে একটা হতো, সে সমাজে আর খুন হতো?

এখন দেখেন, আল্লাহর দ্বীন কায়েম করা কতখানি জরুরি আপনারা দেখেন। এখন অহরহ মানুষ খুন হচ্ছে, কোন বিচার হচ্ছে না। ১০ খুনের ৫ টা খুনের ন্যায়বিচার হয় না, আসামিরা খালাস। এই বিচারের জন্য আপনাকে লক্ষ্য লক্ষ্য টাকা ব্যায় করতে হবে। আপনার বাবা বা ভাই মার্ডার হয়ে গেছে, সে তো গেলো। এখন আপনার মামলা করতে আপনারও লক্ষ্য লক্ষ্য টাকা ব্যায় হবে।

আর আল্লাহর আদালতে, যে তোমার ভাই বা তোমার আব্বা নিহত হয়েছে। তুমি বাদী, তুমি ১০০ গরু পাবে ক্ষতিপূরণ। অথবা ১০০ উট পাবে। অথবা ২০০০ বকরী পাবে। অথবা এটার মূল্য তুমি পাবে।

এখন আল্লাহর বিচার কি আর ফৌজদারি আদালতের বিচার টা কি, এখন দেখেন তো। এই আইন আল্লাহ তায়ালা আমাদের বলছেন যে এগুলো তোমরা কায়েম করো। আকিমুদ্দিন- দ্বীন মানে আইন। দ্বীন মানে আইন এটা বুঝতেই একদিনের তফসির লাগে। কি করে আমরা হঠাৎ করে আপনাদের কি বলবো, আর কি বুঝাবো। এতটুক বোঝেন যে দ্বীন মানে আইন। এখন এই আইন যদি প্রতিষ্ঠিত হয় তো আপনারা নিজেরা সমাজে এই আসামি ধরে দিবেন, সাহায্য করবেন। দেখেন, ইসলামী আদালতের নিয়ম হলো, যে এইভাবে যেখানে একটা মহল্লায়, গ্রামে মানুষ খুন হয়, সেখানে স্বয়ং বিচারক হাজির হবেন। হাজির হয়ে সেখানের ৫০ টা লোককে ডাকবেন যারা সমাজের প্রধান মানুষ। ডেকে বলবে, তোমরা বলো, একেকজনকে বলবেন, তুমি বলো এই লোকটাকে তুমি খুন করছো? তাহলে তুমি বলো যে আল্লাহর কসম আমি এই লোকটাকে আমি খুন করি না এবং কে খুন করছে আমি জানি না।

এইভাবে যদি একে একে ৫০ টা লোক সাক্ষী দেয়, লাশটা পাওয়া গেছে কিন্তু আমি খুন করি নাই, কে করছে আমি জানি না। এভাবে যদি সমাজের ৫০ টা লোক সাক্ষী দেয় তখন বিচারক রায় দিবেন, তোমরা এই গ্রামবাসী, তোমাদের যে গ্রামের একটা এরিয়া আছে। এই এরিয়াবাসী তোমরা সবাই মিলে ১০০ টা গরু চাঁদা তুলে জমা করো, নিহত ব্যাক্তির ওয়ারিশকে দিতে হবে।

এইরকম বিচার যদি একবার জীবনে আপনাদের কোন গ্রামে হতো, তাহলে সেই গ্রামে দ্বিতীয় খুন আর হতো?

এখন যে আল্লাহর আইনগুলি এত সুন্দর, এটা যদি আমরা মানুষকে না বলি। তা আপনারা কি করে বলবেন যে আল্লাহর আইন কি সেটা আপনি বুঝবেন না। যে আল্লাহর আইনটা কত সুবিধাজনক। একটা হাত যদি নষ্ট হয় ৫০টা গরুর জরিমানা পাবেন। একটা চোখ যদি নষ্ট হয় ৫০ তা গরু। একটা আঙ্গুল যদি নষ্ট হয় ১০ তা গরু। এভাবে ইসলামী আদালতের কাজী এগুলা ফয়সালা করবেন। কাজেই আল্লাহর কুরআনে এই আইন গুলি দেওয়া আছে, এই আইন গুলি যদি আমরা না মানতে পারি তা আমাদের ফরজ তরক হবে। দ্বীন কায়েম করতে পারছি আমাদের ফরজ তরক হবে। এবং কতখানি ফরজ তরক হবে শুনলে আপনি ঘাবড়ে যাবেন।

আল্লাহ বলছেন: বলো হে রাসূল! তোমরা কোন কিছুর উপরে নয়। তোমাদের কোন ভিত্তি নাই।

তো আল্লাহ বলছেন যে তোমরা কোন কিছুর উপরে নও যতক্ষন না তোমরা তওরাত, ইঞ্জিল, কুরআন যেটা তোমাদের উপর নাজিল করা হয়েছে। এই কিতাবগুলি যতক্ষন পর্যন্ত তোমরা কায়েম না করবে ততক্ষন পর্যন্ত তোমরা কোন কিছু না। আমরা আলেম আমাদের কোন মূল্য নাই। আপনারা হয়তো মনে করছেন যে, হুজুরের সাথে বেহেস্তে যাবো।

আল্লাহ বলছেন: এই আসমানী কিতাব তোমরা যদি প্রতিষ্টা না করতে পারো, তোমরা কোন কিছুর উপরে নাই।

কিন্তু এই এত বড় কঠিন কথা, এই কথাগুলি সমাজে আমরা ভালোভাবে প্রচার করতে আমরা পারছিলাম না। আগে আমরা করেছি কিন্তু মাজখানি দেশের সমস্ত তাফসীর গুলো বন্ধ হয়ে গেছিলো। এখন আল্লাহ জানে যদি আল্লাহ তৌফিক দেন আবার আপনারা তাফসীর-মাহফিল ওপেন করেন। এটা দ্বীন কায়েমের একটা সুযোগ আল্লাহ আপনাদের দিয়েছেন।

এই দ্বীন যদি আপনি কায়েম না করেন তো কতগুলো ফরজ পারেননা দেখছেন।